## ঋকবৈদিক যুগে রাজার মর্যাদা :-

বৈদিক সাহিত্যে রাজতন্ত্রের উৎপত্তি সম্পর্কে যে কাহিনী আছে, তা থেকে জানা যায় যে, দেবতা ও অসুরদের মধ্যে যুদ্ধে দেবতাদের পরাজয়ের আশঙ্কা দেখা দিলেই তারা নিজেরা একত্রিত হয়ে নেতা হিসেবে একজন রাজা নির্বাচিত করে। এরকম আরও প্রচলিত কাহিনী থেকে রাজা সম্পর্কিত ধারনার উৎপত্তির সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়, ঐতিহাসিক Romila Thapar লিখেছেন — "The tribes were organized as patriarchal groups and in the early stages the chief of the tribe was merely the tribal leader.". কিন্তু ক্রমশ প্রতিরক্ষার দক্ষ যিনি এবং গোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে যুদ্ধপটু তাকে নেতা নির্বাচিত করা হত। ক্রমে ক্রমে নেতারা

রাজাদের অন্যান্য বিভিন্ন অধিকার ও সুযোগ সুবিধা প্রদান করলেন।

■ ধীরে ধীরে রাজার

সর্বোচ্চ ঈশ্বর প্রদত্ত কিছু গুণ আছে বলে মানুষ বিশ্বাস করতেন শুরু করল। রাজার উপর সেই দেবত্ব আরোপের ফলে রাজার ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকল।

সব রাজারা ব্যক্তিগতভাবে রাজপদের অধিকারী হতে থাকলেন। এভাবে একাধিপত্য যুগে গোষ্ঠী প্রধানেরা ক্রমেই রাজায় রূপান্তরিত হলেন। গোষ্ঠী প্রধান থেকে তারা রাজায় রূপান্তরিত হয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন।

■ বহিঃশত্রুর হাত থেকে উপজাতি ও তার সম্পত্তিকে রক্ষা করা রাজার সবথেকে বড়ো দায়িত্ব ছিল। জনসাধারণের আচরন লক্ষ্য করার জন্য তিনি গুপ্তচর নিয়োগ করতেন সব অপরাধীকে শাস্তি দিতেন। Romila Thapar এর মতে -

"This was the beginning of the mutual interdependences of the king and the priest."

■ স্মরণাতীত কাল থেকে যার অর্থে বলি শব্দটির বারবার উল্লেখ থাকলেও নিয়মিত কর ব্যবস্থা বলতে যা বোঝায় সেই যুগে তা ছিল না। রাজা যে জমির মালিক ছিলেন না, সামন্তভূমি গুলি

থেকে তা জানা যায়। রাজা পুরোহিতদের যেসব জিনিস দান করতেন দানখুতিগুলিতে তারও উল্লেখ আছে। কিন্তু ভূমিদানের কোনো উল্লেখ নেই। যুদ্ধ বা গোহরন থেকে যা পাওয়া যেত তার একটি তথ্য রাজার দ্রাপ্য ছিল।

■ সুত্তরা ১০, ঋক বৈদিক যুগে যে শাসনব্যবস্থার সূত্রপাত রাজা করেছিলেন তার মূল কেন্দ্রে তবে তার ক্ষমতা অবাধ ছিল না। "সভা ও সমিতি" নামে দুটি জন-প্রিয় ও গুরুত্বপূর্ন প্রতিনিধি মূলক সংগঠনের অস্তিত্ব বজায় থাকার ফলে রাজার ক্ষমতা অনেকখানি সংকোচিত হয়েছিল। সম্ভবত সমিতি ছিল

ঐসজাতির সর্বসাধারনের পরিষদ।
রাজার সমিতির অধিবেশনে যৌথ-
ভিত্তি করতেন বা সভাপতিত্ব
করতেন। কিন্তু সমিতি একবার কোনো
সিদ্ধান্ত নিলে তা অমান্য করার
অধিকার রাজার ছিল না। মনে
হয় সমিতির তুলনায় সভার সদস্য-
রা সংখ্যায় অনেক কম ছিলেন।
গোষ্ঠীর অভিজাত বা শ্রেষ্ঠবর্গরাই
সভার সদস্য ছিলেন। এই দুটি
ঐসজাতির প্রতিষ্ঠান রাজতন্ত্রকে
নিয়ন্ত্রিত করাই স্বৈরতান্ত্রিক যুগে
রাজকীয় ক্ষমতার সুতসমপ্রসারন
সম্ভব হয়নি।

## ■ পরবর্তী বৈদিক যুগে রাজার মর্যাদার পরিবর্তন :-

পরবর্তী বৈদিক যুগের প্রথম পর্বে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী গুলি উপজাতি স্তরে থেকে যায়। কিছু পরিমানে কৃষিকাজ হলেও পশুচারনই ছিল আর্যদের প্রধান জীবিকা। কিন্তু পরবর্তী যুগের শেষের দিকে পশুচারন ভিত্তিক অর্থনীতির উপর নির্ভরতা কমে আসে, কৃষি অর্থনীতির প্রসার ঘটে, ব্যবসা বানিজ্যের বিকাশ হয়। নির্দিষ্ট একটি অঞ্চল বা জনপদকে কেন্দ্র করে নানা একটি রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। ঋকবেদে রাজা ছিলেন গোষ্ঠীপতি কিন্তু শেষ যুগের শেষে পর্বে গোষ্ঠীপতি পরাক্রান্ত ভূপতিরূপে আত্মপ্রকাশ করলেন।

■ রাজ্য প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে রাজার ক্ষমতা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। "ঐতরেয় ব্রাহ্মন" - এ সম্রাট, স্বরাট, বিরাট, ভোজ ইত্যাদি অভিধার উল্লেখ আছে। "ঐতরেয় ব্রাহ্মন" অনুসারে ধ্রুব দেশের রাজাদের "সম্রাট" বলা হত। উত্তরের রাজা-দের "বিরাট" বলা হত। দক্ষিনের রাজারা "ভোজ" নামে পরিচিত ছিল। মধ্যদেশের নৃপতিরা "রাজা" বলে অভিহিত হতেন। "শতপথ ব্রাহ্মন" এ রাজাকে প্রজাপতি ব্রহ্মার সাক্ষাৎ অভিহিত প্রতিনিধি বলা হয়েছে। "তৈত্তিরীয় সংহিতা" রাজাকে প্রজাপতির সাথে অভিন্ন বলে কল্পনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থে

আরও বলা হয়েছে, রাজ্যপাদ লাভ করলেই রাজা প্রজাপতি হননা। প্রজাপতি হতে হলে রাজাকে রাজ্য-যজ্ঞ ও অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে হবে।

■ রাজার ক্ষমতার বৃদ্ধির অর্থ রাজাদের ব্যক্তিস্বানুক্রমিক বা কর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠা। রাজার মৃত্যুর পর সাধারনত তার জ্যেষ্ঠ পুত্র সিংহাসনে আরোহন করতেন। তবে অত্যাচারী ও অকর্মন্য হলে প্রজারা তাদের পদচ্যুত করতেন। অথর্ববেদে ও ব্রহ্মনাদি গ্রন্থে এরকম অনেক ঘটনার নজির

আছে। কোনো রাজাকে পদচ্যুত করা হলে সাধারনত তারই দায়াদ বা বংশের অন্য কাউকে সিংহাসনে বসানো হত।

- রাজার ক্ষমতা বেড়ে ছিল ঠিকই তবে নিরঙ্কুশ হয়ে ওঠেনি। কোনো কাজে সাহসী হবে তাকে প্রজা প্রতিক্রিয়ার কথা ভাবতে হত। প্রজাদের অসন্তোষ রাজার পক্ষে যে কতটা মারাত্মক হতে পারে পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে তার অজস্র নিদর্শন আছে, দ্বিতীয়ত ধর্মের অনুশাসন মেনেই রাজা রাজ্য

শাসন করতেন। রাজা নিজ ধর্মের বিধান দিতে পারতেন না। ধর্মের ব্যাখ্যা করার অধিকারও তার ছিল না, রাজা তার রাজ্যের সর্বোচ্চ ধর্মের অনুশাসন কার্যকর করতেন। তৃতীয়ত, গ্রিক আগের মতো তত শুরুত্বপূর্ন না হলেও সেযুগে 'সভা' ও 'সমিতি'-র একটা প্রভাব তো ছিলই। এই দুই প্রতিষ্ঠানের সদস্যরা যেন রাজাকে সর্বপ্রকারের সাহায্য করেন, এমনকি রাজার এই শাসনকার কথা "শতপথ ব্রাহ্মন" এ ব্যক্ত হয়েছে। অথর্ববেদে রাজাকে "সভা" ও "সমিতি"-র সাথে সংগচ্ছের

পথের মোতে নিযেধ করা হয়েছে। চতুর্থত,
সকলে না হলেও যে যুগের কোনো কোনো
রাজা মনে করতেন রাজা স্বাধীনভাবে নয়
অধিষ্ঠিবা নামক বলেই তার রাজত্ব ভোগ
করতেন। তারা সিংহাসনে বসে নিজেদের
স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয় প্রজাদের নৈতিক
উন্নতির জন্য, প্রজাদের রক্ষনাবেক্ষনের জন্য।

◪ ঋকবৈদিক যুগে রাষ্ট্র প্রধানত রাজার শাসনাধীন ছিল। একটি ক্ষত্রিয় জাতির একজন রাজা,- এই ছিল প্রচলিত রীতি। রাজ্যগুলি তাই সাধারণভাবে আকারে ক্ষুদ্র ছিল। রাজতন্ত্র বড় আনুষ্ঠানিক ছিল। ঋকবেদে নির্বাচিত রাজতন্ত্রের কোনো উল্লেখ নেই। কিন্তু অথর্ববেদে আছে। তবে রাজার সার্বভৌম অধিকার দৃঢ় ও স্থায়ী হতে গেলে যে জনসমর্থনের প্রয়োজন এমন উল্লেখ ঋকবেদে পাওয়া যায়। যেখানে বিশ্বজনীন রাজতন্ত্রের বাসনা সম্পূর্ন অনুপস্থিত ছিল। "সম্রাট", "বিশ্বভুবনের রাজা" ইত্যাদি উক্তির সর্বত্র সেই তাৎপর্যই উচ্চারিত।